নিরুদ্দেশ যাত্রা : ভাববস্তু

এই কবিতায় কবি তাঁর জীবনদেবতাকে, সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে, অজানাকে সম্বোধন করে জানতে চেয়েছেন যে সেই সুন্দরী তাঁকে কোন নিরুদ্দেশ লক্ষ্যে কোথায় নিয়ে চলেছেন, যাকে আপাতদৃষ্টিতে শেষ বলে মনে হয়, তা আসলে শেষ নয়, শেষের পরেই আবারও একটি নতুন প্রারম্ভ হবে, অন্যত্র কবি বলেছেন — শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে; দূরে পশ্চিমে সূর্য ডুবে যাচ্ছে, কিন্তু সেখানেই তো সূর্যের যাত্রা শেষ হয় না, যা এক দেশের পশ্চিম সেটাই অন্য দেশের পূর্ব; যা এক দেশের জন্য অস্তের দিক, তাই অন্য দেশের উদয়াচল সূচক, এইভাবে কবির কাব্যলক্ষ্মী কবিকে মুগ্ধ করে কাল্পনিক জগৎ থেকে অজানায়, অন্ত থেকে অনন্তের দিকে নিয়ে চলেছেন। জীবনের নতুন নতুন পরিচয় ও নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করতে করতে কবির যাত্রা যেন শেষ নেই কোথাও। কবি জানতে চান অজানা সুন্দরী কবিকে যেখানে নিয়ে চলেছেন সেখানে কি স্নিগ্ধ মরণ অর্থাৎ পরিসমাপ্তি অপেক্ষা করছে? তবে সুন্দরী কোন কথা না বলে শুধু হাসেন। কবি জাপান যাত্রীর ডায়েরীতে লিখেছেন —" সেদিক থেকে ঐ মনোহরণ অন্ধকারের বাঁশি বাজছে, ঐ দিকেই মানুষের সমস্ত আরাধনা, সমস্ত কাব্য, সমস্ত শিল্পকলা, সমস্ত বীরত্ব, সমস্ত আত্মত্যাগ মুখ ফিরিয়ে আছে, ঐ দিকে চেয়েই মানুষ ধনসম্পদ জলাঞ্জলি দিয়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেছে, মরণকে মাথায় করে নিয়েছে।"